

# জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস নম্বর পেলেই ভর্তির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৫ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম



জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা আজ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। এ বছর সারাদেশে কলেজগুলোতে ৩১টি বিষয়ে ৪ লাখ ৫২ হাজার ৮৭৫টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষা দেবেন ৪ লাখ ৫৩ হাজার ১৪৮ জন। অর্থাৎ আসনসংখ্যা থেকে ভর্তিপ্রার্থী মাত্র ২৭৩ জন বেশি। ফলে মোটামুটি আসনসংখ্যার সমপরিমাণ ভর্তিচ্ছু থাকায় ভর্তি পরীক্ষায় পাস করলেই ভর্তির সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। শুধু প্রযোগিতা হবে ভালো কলেজ ও ভালো বিষয়ে ভর্তি হওয়া নিয়ে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, তারপরও অনেক আসন খালি থাকবে। কারণ অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। গ্রামেগঞ্জে নির্বিচারে অনার্স কোর্স চালু করায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এভাবে ক্ষেত্র বিশেষে কম যোগ্যতাসম্পন্ন

শিক্ষার্থীরা শ্রমবাজারের চাহিদার তুলনায় বেশি পরিমাণে উচ্চশিক্ষার পথ বেছে নেওয়ায় দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ভর্তি পরীক্ষার তথ্য জানান উপাচার্য অধ্যাপক এএসএম আমানুল্লাহ। তিনি বলেন, সারাদেশের বিভাগীয় ও জেলা শহরের নির্বাচিত ১৩৮টি কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত একযোগে এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উপাচার্য জানান, ৮৮০টি কলেজে মোট আসন রয়েছে ৪ লাখ ৫২ হাজার ৮৭৫টি। এর মধ্যে ৩৭৫টি সরকারি কলেজে ২ লাখ ৭০ হাজার ৫২০টি এবং ৫০৫টি বেসরকারি কলেজে ১ লাখ ৮২ হাজার ৩৫৫টি আসন রয়েছে। সরকারি কলেজগুলোতে আবেদন জমা পড়েছে ৩ লাখ ৯৪ হাজারের বেশি এবং বেসরকারি কলেজে আবেদন পড়েছে ৫৮ হাজার ৯১৯টি।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাও তুলে ধরেন উপাচার্য। তিনি জানান, শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন, ইংরেজি ও আইসিটি বিষয় বাধ্যতামূলক করা, ট্রেড কোর্স চালু এবং আগামী বছরের মধ্যে সেশনজট শূন্যে নামিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের জন্য বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পরীক্ষা শুরুর অন্তত এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকা, প্রবেশপত্র ও এইচএসসি রেজিস্ট্রেশন কার্ড সঙ্গে রাখা, কালো কালির বলপয়েন্ট কলম ব্যবহার করা এবং কোনো ধরনের মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস বহন না করা। পরীক্ষা শুরুর পর কাউকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

পরীক্ষাটি ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। পাস নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫। বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানে ২০ নম্বর করে এবং সংশ্লিষ্ট শাখাভিত্তিক বিষয়ে ৪০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।

এ ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেও নম্বর যোগ করে মোট ২০০ নম্বরে মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হবে। এর মধ্যে এসএসসি জিপিএ থেকে ৪০ এবং এইচএসসি জিপিএ থেকে ৬০ নম্বর যোগ করা হবে।